২৬২

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ OCT 29 1999
পৃষ্ঠা ১ ও ৩ কলাম ৫

শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের প্রবিধান চালু ॥ ৭৫ কোটি টাকা মূলধন

রেজানুর রহমান ॥ অবশেষে গতকাল (বৃহস্পতিবার) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের প্রবিধান চূড়ান্ত ও কার্যকর হইয়াছে। এই প্রবিধান অনুযায়ী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্যরা এখন হইতে ট্রাস্টের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন। আগামী ১ মাসের মধ্যে ট্রাস্টের সদস্য ছিলেন এমন ৬ হাজার ৫৮০ জন অবসরপ্রাপ্ত অথবা মৃত শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তার নামে ট্রাস্টের তহবিল হইতে ১৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৮০২

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

টাকা বিতরণ করা হইবে।

ডঃ কুদরাত-এ-খুদার প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে প্রায় ১৭ বছর পূর্বে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কমিশনের রিপোর্টের ১৮৬ পৃষ্ঠার ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছিল যে, বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য অবিলম্বে এক কোটি টাকার একটি জাতীয় তহবিল গঠন করিতে হইবে। এই তহবিল হইতে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের সময় এককালীন আর্থিক সাহায্য, দুর্ঘটনা ও দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়িলে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ ত্রাণ ও চিকিৎসা খরচ এবং অকাল মৃত্যুতে শিক্ষকদের পরিবারদের এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে প্রফেসর শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ১৯৮৩ সাল হইতে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য একটি কল্যাণ তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়। ১৯৮৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৯০ সালে কল্যাণ তহবিল পূর্ণাঙ্গরূপ নেওয়ার পরপরই একটি শিক্ষক সংগঠনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ট্রাস্টের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন। ইহার পর '৯১ সালে ট্রাস্টের কার্যক্রম আবার চালু করা হইলেও কার্যক্রমে তেমন গতি ছিল না। তবে এই সময় তৎকালীন সরকার দুই দফায় ২৯ কোটি টাকা কল্যাণ তহবিলের নামে প্রদান করে। ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মূলতঃ কল্যাণ ট্রাস্ট গতিশীল হইয়া উঠে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। ট্রাস্টের প্রবিধান অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ প্রতি মাসে বেতনের সরকারী অংশের শতকরা ২ ভাগ ট্রাস্টের তহবিলে প্রদান করিবেন। অবসর অথবা মৃত্যুর পর সদস্যরা সুদসহ জমানো টাকা পাইবেন। দুর্ঘটনাজনিত কারণে ও ট্রাস্টের তহবিল হইতে অর্থ প্রদান করা হইবে। এই ট্রাস্টের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হইল প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দও বছরে ৫ টাকা হারে এই ট্রাস্টে অর্থ প্রদান করিবেন।

গতকাল কল্যাণ ট্রাস্টের বিধিমালা চালু হওয়ার পর ৯০ হইতে '৯৭ সাল পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত অথবা মৃত ৬ হাজার ৫৮০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে তাহাদের জমা টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।